السيرة النبوية

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

সিরাতুন নবি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বিশুদ্ধ বর্ণনার আলোকে বিশ্লেষণধর্মী নবিজীবনী

[তৃতীয় খণ্ড]

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

সিরাতুন নবি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বিশুদ্ধ বর্ণনার আলোকে বিশ্লেষণধর্মী নবিজীবনী

[তৃতীয় খণ্ড]

অনুবাদ

মহিউদ্দিন কাসেমী

সম্পাদনা

আবদুর রশীদ তারাপাশী

আহসান ইলিয়াস

সালমান মোহাম্মদ

আবুল কালাম আজাদ

কালান্তর প্রকাশনী

সিরাতুন নবি [তৃতীয় খণ্ড]

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ২০২২
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২০

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৬৫০, US $ 25. UK £ 18

প্রচ্ছদ : সানজিদা সিদ্দিকী কথা

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-95932-4-9

SIRATUN NABI S.M.[3rd Part]
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্জন

যাঁর প্রচেষ্টায় পেয়েছি ইলমে নববির পরিচয়
প্রতিটি অর্জনের পেছনে রয়েছে যাঁর প্রার্থনা
তাঁর করকমলে অর্পণ করছি।
শ্রদ্ধেয় পিতা, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক
আবুবকর মুহাম্মদ সিদ্দীক।

আর

মুহতারামা আম্মাকে
ভাষা পেয়েছি যাঁর কথায়
লিখতে শিখেছি যাঁর হাতে
তাঁর জন্য কামনা আল্লাহর দরবারে প্রভূত কল্যাণের।

—মহিউদ্দিন কাসেমী

সূচি

[তৃতীয় খণ্ড]

একাদশ অধ্যায়

আহজাবযুদ্ধ # ১৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের সময়, পটভূমি ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা # ১৬

এক : যুদ্ধের সময় ও পটভূমি ১৬
দুই : কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনী সম্পর্কে মুসলিমদের অবগতি ১৯
তিন : অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাসুলের গুরুত্বারোপ ২০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমদের অগ্নিপরীক্ষা # ২৫

এক : বনু কুরায়জার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ২৫
দুই : কঠিন অবরোধ ও মুনাফিকদের পশ্চাদপসরণ ২৬
তিন : কাফিরদের অবরোধের মুখে গাতফান নেতাদের সঙ্গে রাসুলের সন্ধিচেষ্টা ও কাফিরদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ২৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আহজাবযুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য ও কুরআনে তার আলোচনা # ৩৬

এক : আল্লাহর দরবারে রাসুলের দুআ ও সাহায্যপ্রাপ্তি ৩৬
দুই : সম্মিলিত বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত ৩৮
তিন : আহজাবযুদ্ধের ব্যাপারে কুরআন মাজিদের পর্যবেক্ষণ ৪০
চার : বনু কুরায়জার অনিষ্ট থেকে মুক্তিলাভ ৪৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিক্ষণীয় উপাদান ও উপদেশসমূহ # ৪৫

এক : আল্লাহর রাসুলের অলৌকিক ঘটনাবলি ৪৫
দুই : কল্পনা ও বাস্তবতার তফাত ৪৭

তিন : ‘সালমান আমার পরিবারভুক্ত’ ৪৮
চার : সর্বোত্তম সালাত ৪৯
পাঁচ : হালাল ও হারাম ৪৯
ছয় : আল্লাহর রাসুলের ফুফু সাফিয়্যার বীরত্ব ৫০
সাত : হাসসান ইবনু সাবিতের কাপুরুষতার বানোয়াট গল্প ৫০
আট : ইসলামি ইতিহাসে প্রথম সামরিক হাসপাতাল ৫১
নয় : ‘গুনাহে লিপ্ত হলে দ্রুত তাওবার মাধ্যমে ফিরে আসে’ ৫২
দশ : সাআদ ইবনু মুআজের মর্যাদা ৫৪
এগারো: হুয়াই ও কাবের হত্যার ঘটনা ৫৮
বারো : কয়েকজন ইয়াহুদির ব্যাপারে রাসুলের দরবারে সুপারিশ ৬২
তেরো: মতভিন্নতায় শিষ্টাচার ৬৩
চৌদ্দ : বনু কুরায়জার গনিমত বণ্টন ৬৫
পনেরো: আহজাবের যুদ্ধে ইসলামের প্রচার ৬৭

দ্বাদশ অধ্যায়

আহজাবযুদ্ধ ও হুদায়বিয়া সন্ধির মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি # ৬৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

জায়নাব বিনতু জাহশের সঙ্গে রাসুলের বিয়ে # ৭০

এক : জায়নাব বিনতু জাহশের নাম ও বংশপরিচয় ৭০
দুই : জায়েদ ইবনু হারিসার সঙ্গে বিয়ে ৭১
তিন : জায়েদ কর্তৃক জায়নাব বিনতু জাহশকে তালাক প্রদান ৭২
চার : জায়নাবের সঙ্গে রাসুলের বিবাহবন্ধনের হিকমত ৭৩
পাঁচ : জায়নাবের সঙ্গে রাসুলের বিয়ে ও তা প্রাপ্ত উপদেশ ৭৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিরোধযুদ্ধ না; বরং আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করব # ৮৪

এক : বনু কারতা অভিমুখে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামার বাহিনী ৮৫
দুই : উপকূলীয় অঞ্চল অভিমুখে আবু উবায়দার বাহিনী ৮৭
তিন : দাওমাতুল জানদাল অভিমুখে আবদুর রহমানের বাহিনী ৯২
চার : বনু লিহয়ান ও গাবাহের যুদ্ধ ৯৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুষ্কৃতকারীদের মূলোৎপাটন # ১০৭

এক : সাল্লাম ইবনু আবিল হুকাইকের হত্যাকাণ্ড ১০৭
দুই : আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার বাহিনী ১১৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চূড়ান্ত বিজয় : হুদায়বিয়ার সন্ধি # ১১৬

প্রথম পরিচ্ছেদ

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়, কারণ ও মক্কার উদ্দেশে রাসুলের যাত্রা # ১১৭

এক : সময় ও পটভূমি ১১৭
দুই : উসফান প্রান্তরে রাসুল ﷺ ১১৯
তিন : রাসুলের যাত্রাপথ পরিবর্তন ও হুদায়বিয়ায় অবস্থান ১২০
চার : কাসওয়ার থেমে যাওয়া ১২১
পাঁচ : রাসুল ﷺ ও কুরাইশের মধ্যকার দূতিয়ালি ১২৪
ছয় : কুরাইশ অভিমুখে রাসুলের প্রতিনিধিদল ১৩২
সাত : বায়আতে রিদওয়ান ১৩৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও তৎসংক্রান্ত ঘটনাবলি # ১৩৯

এক : রাসুলের সঙ্গে সুহাইল ইবনু আমরের কথোপকথন ১৩৯
দুই : আবু জানদালের ঘটনা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ ১৪৬
তিন : সুচিন্তিত মতবিরোধের সম্মান ১৪৭
চার : উমরার ইহরাম পরিত্যাগ ও উম্মু সালামার পরামর্শ ১৫০
পাঁচ : মদিনা প্রত্যাবর্তন ও সুরা ফাত্হ অবতীর্ণ হওয়া ১৫২
ছয় : আবু বাসিরের মদিনায় আগমন ১৫৭
সাত : রাসুল কর্তৃক মুহাজির নারীদের ফেরত প্রদানে অস্বীকৃতি ১৬০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফলাফল, শিক্ষা ও বিধান # ১৬২

এক : আকিদা-সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি ১৬২
দুই : ফিকহি বিধান ও মূলনীতি ১৬৬
তিন : শিক্ষাদানের নববি পদ্ধতি ১৭২

চতুর্দশ অধ্যায়

হুদায়বিয়া ও মক্কাবিজয়ের মধ্যবর্তী ঘটনাবলি # ১৭৪

প্রথম পরিচ্ছেদ

খায়বারযুদ্ধ # ১৭৫

এক : যুদ্ধের তারিখ ও কারণ ১৭৫
দুই : মুসলিমবাহিনীর খায়বার অভিমুখে যাত্রা ১৭৬
তিন : খায়বারের কেল্লাসমূহের বিজয় ১৭৯
চার : কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ১৮২
পাঁচ : জাফর রা.-সহ হাবশায় হিজরতকারীদের প্রত্যাবর্তন ১৮৪
ছয় : গনিমত বণ্টন ১৮৬
সাত : হুয়াইয়ের কন্যা সাফিয়্যার সঙ্গে রাসুলের বিয়ে ১৮৯
আট : আল্লাহর রাসুলকে হত্যার উদ্দেশ্যে ইয়াহুদিদের চক্রান্ত ১৯২
নয় : হাজ্জাজ সুলামি ও মক্কা থেকে তার সম্পদ ফিরিয়ে আনা ১৯৪
দশ : খায়বারযুদ্ধ সম্পর্কিত শরয়ি বিধান ১৯৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন শাসক ও নেতাদের কাছে চিঠি প্রেরণ # ২০১

এক : বিশ্বব্যাপী ইসলাম বিস্তৃতির প্রথম ধাপ হুদায়বিয়ার সন্ধি ২০১
দুই : শিক্ষণীয় ও উপদেশ গ্রহণের বিভিন্ন উপাদান ২০৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উমরাতুল কাজা # ২১৪

এক : কুরাইশদের প্রতারণার আশঙ্কা ও কৌশলী অবস্থান ২১৪
দুই : মক্কায় প্রবেশ, তাওয়াফ ও সায়ি ২১৫
তিন : মায়মুনার সঙ্গে রাসুলের বিয়ে ২১৭
চার : হামজা-কন্যার মুসলিমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ২১৮
পাঁচ : উমরাতুল কাজার সুদূরপ্রসারী ফল এবং খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আসের ইসলাম গ্রহণ ২২০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুতার যুদ্ধ # ২২৯

এক : সময় ও পটভূমি ২২৯
দুই : মুসলিমবাহিনীর যুদ্ধযাত্রা ২৩১
তিন : মুসলিমবাহিনী যখন মাআন প্রান্তরে ২৩২

চার : সর্বসম্মতিক্রমে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বগ্রহণ ২৩৫
পাঁচ : রাসুলের অলৌকিক ঘটনা এবং মুসলিমবাহিনীর ব্যাপারে মদিনাবাসীর অবস্থান ২৩৭
ছয় : উপদেশ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ২৩৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জাতুস সালাসিলযুদ্ধ # ২৪৮

পঞ্চদশ অধ্যায়

মক্কাবিজয় ২৫৪

প্রথম পরিচ্ছেদ

মক্কাবিজয়ের পটভূমি, প্রস্তুতি গ্রহণ ও যাত্রা # ২৫৬
এক : মক্কাবিজয়ের পটভূমি ২৫৬
দুই : মক্কা অভিমুখে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি ২৫৯
তিন : যাত্রা শুরু ও যাত্রাপথের কিছু ঘটনা ২৬৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মক্কাবিজয় ও মক্কায় প্রবেশের ক্ষেত্রে রাসুলের পরিকল্পনা # ২৭১
এক : নেতৃস্থানীয় সাহাবিদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন ২৭১
দুই : বিনয়ের সঙ্গে রাসুলের মক্কায় প্রবেশ ২৭৪
তিন : সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা ২৭৮
চার : বনু জাজিমা অভিমুখে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে প্রেরণ ২৮২
পাঁচ : দেবালয়ের ধ্বংস সাধন ২৮৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা, প্রজ্ঞা ও বিবিধ তথ্য # ২৮৭
এক : অবস্থান অনুযায়ী আচরণ ও এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতি আহ্বান ২৮৭
দুই : আল্লাহর বিধান পরিবর্তনযোগ্য নয় ২৯৫
তিন : তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাকে আশ্রয় দিলাম ২৯৫
চার : কোনো নবির জন্য দৃষ্টির খিয়ানত করাও বৈধ নয় ২৯৬
পাঁচ : আমার জীবন, আমার মরণ সবই তোমাদের সঙ্গে ২৯৭
ছয় : প্রখ্যাত কবি আবদুল্লাহ জাবআরির ইসলাম গ্রহণ ২৯৭
সাত : মক্কাবিজয়ের ঘটনা থেকে লব্ধ ইসলামি বিধান ২৯৯
আট : মক্কাবিজয়ের ফল ও বিভিন্ন প্রভাব ৩০১

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

হুনাইন ও তায়েফযুদ্ধ # ৩০৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের পটভূমি ও ঘটনা # ৩০৪

এক : হুনাইনযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৩০৫
দুই : আওতাস ও তায়েফের দিকে পলায়নকারীদের ধাওয়া ৩১০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মানুষের সঙ্গে আচরণে রাসুলের দূরদর্শিতা # ৩১৫

এক : মূর্তিপূজার যুগ আর ফিরে আসবে না ৩১৫
দুই : সংখ্যাধিক্যের অহমিকা ও তার পরিণাম ৩১৬
তিন : ইসলামের প্রতি আন্তরিকতা তৈরির উদ্দেশ্যে গনিমত প্রদান ৩১৭
চার : গ্রাম্য লোকদের অসদাচরণে ধৈর্যধারণ ৩২০
পাঁচ : ইসলাম গ্রহণের পর হাওয়াজিন গোত্রের সঙ্গে রাসুলের ব্যবহার ৩২২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উপদেশ গ্রহণ ও শিক্ষণীয় উপাদান # ৩২৬

এক : হুনাইনযুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতের ব্যাখ্যা ৩২৬
দুই : হুনাইনে প্রাথমিক বিপর্যয় ও চূড়ান্তভাবে বিজয়ের কারণ ৩২৭
তিন : হুনাইন ও তায়েফযুদ্ধের ঘটনা থেকে অর্জিত আহকাম ৩২৯
চার : সাহাবিগণের কৃতিত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা ৩৩৩
পাঁচ : খ্যাতিমান কবি কাব ইবনু জুহাইরের ইসলাম গ্রহণ ৩৩৬
ছয় : হুনাইনের যুদ্ধের ফল ৩৩৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাবুক ও হুনাইনযুদ্ধের মধ্যবর্তী ঘটনাবলি # ৩৪০

এক : সাদাকা আদায়ের নীতিমালা প্রণয়ন ৩৪০
দুই : বিভিন্ন স্থানে পাঠানো বাহিনী ৩৪১
তিন : আদি ইবনু হাতিমের ইসলাম গ্রহণ ৩৪৩
চার : অষ্টম হিজরির উল্লেখযোগ্য আরও কিছু ঘটনা ৩৪৬

সপ্তদশ অধ্যায়

তাবুকযুদ্ধ (গাজওয়াতুল উসরা) # ৩৪৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের পটভূমি, কারণ ও নামকরণ # ৩৪৮

এক : যুদ্ধের পটভূমি ও নামকরণ ৩৪৮
দুই : যুদ্ধের কারণ ৩৫০
তিন : এ যুদ্ধে মুসলিমদের অর্থব্যয় ও যুদ্ধে গমনের আগ্রহ ৩৫১
চার : তাবুকযুদ্ধে মুনাফিকদের ভূমিকা ৩৫৫
পাঁচ : যুদ্ধের ঘোষণা ও সেনাবিন্যাস ৩৫৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাবুকের পথে # ৩৬৩

এক : আবু জার গিফারির ঘটনা ৩৬৩
দুই : আবু খায়সামার ঘটনা ৩৬৫
তিন : তাবুক প্রান্তরে ৩৬৭
চার : সামুদ বসতি অতিক্রমকালে রাসুলের দিকনির্দেশনা ৩৬৯
পাঁচ : আবদুল্লাহ জুল-বিজাদাইনের মৃত্যু ৩৭০
ছয় : তাবুকযুদ্ধে রাসুলের কিছু অলৌকিক ঘটনা ৩৭২
সাত : যুদ্ধকালে মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে কুরআনের বিবৃতি ৩৭৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাবুকযুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ না-করা লোক ও মসজিদে জিরারের ব্যাপারে কুরআনের বিবৃতি # ৩৭৯

এক : শরিয়তসম্মত কারণে যাঁরা তাবুকযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি এবং আল্লাহ তাঁদের নিবেদন গ্রহণ করেছিলেন ৩৭৯
দুই : এমন অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গ, যাদের শরিয়তসম্মত ওজর ছিল না, যারা তাওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন ৩৮১
তিন : মদিনার আশপাশে বসবাসকারী যেসব মুনাফিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি ৩৮৩
চার : মদিনায় অবস্থানকারী যেসব মুনাফিক তাবুকযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি ৩৮৩
পাঁচ : মসজিদে জিরার ৩৮৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাবুকযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না-পারা তিন সাহাবির ঘটনা # ৩৯২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উপদেশ, শিক্ষা ও বিভিন্ন তথ্য # ৪৪০

এক : তাবুকযুদ্ধের ব্যাপারে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি ৪৪০
দুই : এ যুদ্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরামর্শের বাস্তবায়ন ৪০৫
তিন : কঠিন শারীরিক প্রশিক্ষণ ৪০৬
চার : তাবুকযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ফল ও প্রভাব ৪০৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তাবুকযুদ্ধ ও বিদায়হজের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা # ৪১০

এক : সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিদলের আগমন ও ইসলাম গ্রহণ ৪১০
দুই : মুনাফিক-সরদার আবদুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের মৃত্যু ৪১৫
তিন : রাসুলের স্ত্রীদের ইচ্ছাধিকার প্রদান ৪১৮
চার : চার. হজ সম্পাদনের নিমিত্তে আবু বকরের নেতৃত্বে কাফেলা প্রেরণ ৪২৪
পাঁচ : প্রতিনিধিদলের বছর ৪২৭
ছয় : ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা, ব্যবস্থাপনা ও বায়তুলমালের রক্ষণাবেক্ষণ ৪৩৫

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিদায়হজ # ৪৪১

এক : রাসুল ﷺ যেভাবে হজ করেছিলেন ৪৪২
দুই : বিভিন্ন শিক্ষা ও উপদেশ ৪৫১

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অসুস্থতা ও ইনতিকাল # ৪৬০

এক : বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে রাসুলের ইনতিকালের ইঙ্গিত ৪৬০
দুই : রাসুলে কারিমের অসুস্থতা ৪৬৫
তিন : জীবনের শেষ দিনগুলোতে নবিজির উপদেশ ৪৬৮
চার : আবু বকর রা.-এর ইমামতি ৪৭০
পাঁচ : রাসুলের জীবনের শেষ সময়গুলো ৪৭০
ছয় : রাসুলুল্লাহর মৃত্যুতে শোকগাথা ৪৭৯

পরিসমাপ্তি # ৪৮২

একাদশ অধ্যায়

আহজাবযুদ্ধ

- **প্রথম পরিচ্ছেদ :** যুদ্ধের সময়, পটভূমি ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা
- **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমদের অগ্নিপরীক্ষা
- **তৃতীয় পরিচ্ছেদ :** আহজাবযুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য ও কুরআনে তার আলোচনা
- **চতুর্থ পরিচ্ছেদ :** শিক্ষণীয় উপাদান ও উপদেশসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের সময়, পটভূমি ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা

এক. যুদ্ধের সময় ও পটভূমি

১. যুদ্ধের সময়

অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ও সিরাতগবেষকের মতে, আহজাবযুদ্ধ (খন্দকযুদ্ধ) পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল।[১] ওয়াকিদির বর্ণনামতে,[২] আহজাবযুদ্ধ পঞ্চম হিজরির জিলকাদা মাসের ৮ তারিখ মঙ্গলবার সংঘটিত হয়েছিল। ইবনু সাআদের বর্ণনামতে,[৩] আল্লাহ তাঁর রাসুলের দুআ কবুল করেছিলেন এবং পঞ্চম হিজরির জিলকাদা মাসের বুধবার ইসলামের বিরুদ্ধে সমন্বিত বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। অন্যদিকে ইমাম জুহরি, মালিক ইবনু আনাস ও মুসা ইবনু উকবার মতে, আহজাবের যুদ্ধ চতুর্থ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল।[৪]

আলিমগণের অনেকে এসব বর্ণনার সমন্বয়সাধন করতে গিয়ে বলেন, যাঁরা চতুর্থ হিজরিতে আহজাবযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার মত অবলম্বন করেছেন, তাঁরা হিজরতের পরবর্তী মুহাররম মাস থেকে হিজরিবর্ষ আরম্ভ হওয়ার প্রবক্তা। হিজরতের শুরুলগ্ন থেকে তথা রবিউল আউয়াল থেকে মুহাররম পর্যন্ত মাসসমূহকে তাঁরা হিজরি সনের আওতাভুক্ত মনে করেন না। কিন্তু অধিকাংশ আলিম হিজরতের বছরের মুহাররম মাস থেকেই হিজরিবর্ষের সূচনা বলে গণ্য করেন।[৫]

ইবনু হাজম[৬] অত্যন্ত জোর দিয়ে আহজাবের যুদ্ধ চতুর্থ হিজরিতে সংঘটিত হওয়ার মত ব্যক্ত করেন। ইবনু উমর থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ তাঁকে উহুদযুদ্ধের দিন যুদ্ধে

---

[১] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া ফি জুয়িল মাসাদিরিল আসলিয়া* : ৪৪৩।

[২] *মাগাজি*, ওয়াকিদি : ২/৪৪০।

[৩] *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ইবনু সাআদ : ২/৬৫-৭৩।

[৪] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৪/১০৫।

[৫] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া ফি জুয়িল মাসাদিরিল আসলিয়া* : ৪৪৩।

[৬] *জাওয়ামিউস সিরাহ* : ১৮৫।

অংশগ্রহণ থেকে বিরত রেখেছিলেন, যা সর্বসম্মতিক্রমে তৃতীয় হিজরিতে সংঘটিত হয়। কেননা, তখন তাঁর বয়স ছিল ১৪ বছর।[৭] কিন্তু ইমাম বায়হাকি,[৮] ইবনু হাজার[৯] ও অন্য ইমামগণ এ কথা স্পষ্ট করেছেন, ইবনু উমর উহুদযুদ্ধের সময় সবেমাত্র ১৪ বছরে উপনীত হয়েছিলেন এবং খন্দকের যুদ্ধে তাঁর বয়সকাল ১৫ পূর্ণ হতে চলেছিল। আর এটিই অধিকাংশ আলিমের মতের সপক্ষে ব্যাখ্যা।[১০]

আমিও মনে করি এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ আলিমের মতই প্রাধান্যযোগ্য। ইবনুল কাইয়িমও এই মতের প্রবক্তা। তিনি বলেন, উভয় বর্ণনার মধ্যে পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ (আহজাবযুদ্ধ) সংঘটিত হওয়ার বর্ণনাটি বিশুদ্ধ মনে হয়। যেহেতু তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে উহুদযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি স্বীকৃত, যার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী বছর কাফিররা নতুন করে যুদ্ধের হুমকি দিয়েছিল; কিন্তু তারা তাদের দুর্ভিক্ষের অজুহাতে প্রতিশ্রুতি থেকে ফিরে যায় এবং যুদ্ধ এড়িয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে। এর পরবর্তী বছর তথা পঞ্চম হিজরিতে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সংঘবদ্ধ বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসে।[১১]

২. আহজাবযুদ্ধের পটভূমি

নির্বাসিত বনু নাজির মদিনা থেকে খায়বারে চলে গেলেও তাদের অন্তরে মুসলিমবিদ্বেষ ও শত্রুতা সমানভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। খায়বারে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করেই তারা মুসলিমদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার বিভিন্ন পরিকল্পনা শুরু করে। শেষপর্যন্ত তারা আরবের বিভিন্ন গোত্রকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উসকানি দিয়ে যুদ্ধে নামিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ ঘৃণ্য শয়তানি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সাল্লাম ইবনু আবিল হুকাইক, হুয়াই ইবনু আখতাব, কিনানা ইবনু রাবি, হাওজা ইবনু কায়েস ও আবু আম্মারের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়।[১২]

দূতিয়ালিতে এ কমিটি অত্যন্ত সফলতা অর্জন করে। মুসলিমদের হাতে নিজেদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কায় কুরাইশরা ইয়াহুদিদের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করে। মদিনার ফসল ইত্যাদি লুটতরাজের আশায় গাতফান গোত্রের লোকেরাও তাদের সঙ্গাদানে সম্মতি প্রকাশ করে। এভাবে অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও কাফিরদের

---

[৭] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া ফি জুয়িল মাসাদিরিল আসলিয়া* : ৪৪৪।

[৮] *দালায়িলুন নুবুওয়াহ* : ৩/৩৯৬।

[৯] *ফাতহুল বারি* : ৩/৩৯৬।

[১০] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া ফি জুয়িল মাসাদিরিল আসলিয়া* : ৪৪৪।

[১১] *জাদুল মাআদ* : ২/২৮৮।

[১২] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, ইবনু হিশাম : ৩/২৩৭।